প্রথম আলো

তারিখ . . 06 MAR 2016 . . .
পৃষ্ঠা . . . 6 . . . কলাম . . . 6 . . .

সেরা শিক্ষার্থীদের পুরস্কার দিল ডেইলি স্টার

ব্যক্তিগত অর্জনের পাশাপাশি দেশের সাফল্যও প্রয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

মঞ্চে পাশাপাশি দাঁড়ানো অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মেহেদি হাসান মিরাজ, এসএ গেমসে স্বর্ণজয়ী মাবিয়া আক্তার ও মাহফুজা খাতুন, অনূর্ধ্ব-১৪ ফুটবল দলের কৃষ্ণা রানী সরকার ও মার্জিয়া আক্তার, জাগো ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা করভি রাকশান্দ। পেছনের পর্দায় দেখানো হচ্ছিল এই তরুণদের জয়যাত্রার গল্প। সেই বিজয়গাথা দেখে উল্লসিত উপস্থিত শিক্ষার্থীরা।

মঞ্চটি ইংরেজি দৈনিক *দ্য ডেইলি স্টার* আয়োজিত ইংরেজি মাধ্যমে কৃতিত্বপূর্ণ ফল করা শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের। রাজধানীর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী জাতীয় ইনডোর স্টেডিয়ামে গতকাল শনিবার ১৭তম বারের মতো এ আয়োজন করা হয়। এবারের আয়োজনে ২০১৪-১৫ সেশনের ও এবং এ লেভেল পরীক্ষার প্রায় দুই হাজার শিক্ষার্থীকে শ্রেষ্ঠত্বের প্রশংসাপত্র এবং মেডেল দিয়েছে *দ্য ডেইলি স্টার*।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষাবিদ ও লেখক অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল। তিনি বলেন, বিখ্যাত বিজ্ঞানী নিউটন খুব মেধাবী ছিলেন না। কিন্তু তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন, কারণ তিনি চিন্তা করতেন। যেকোনো বিষয়ে চিন্তা করতে হবে, যাতে মগজের নিউরনগুলোর মধ্যে বেশি সংযোগ ঘটে। এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো জ্ঞান। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা যদি লেখাপড়া করে, তবে বাঙালি জাতি হবে পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী জাতি।

বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা যদি লেখাপড়া করে, তবে বাঙালি জাতি হবে পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী জাতি

ডেইলি স্টার-এর প্রকাশক ও সম্পাদক মাহ্ফুজ আনাম বলেন, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত অর্জন যেমন প্রয়োজন, তেমনি দেশের, জাতির সাফল্যও প্রয়োজন। দেশকে বিশ্ব না চিনলে নিজে বিখ্যাত হওয়া পূর্ণতা পায় না। জীবনে সফল হতে হলে দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। ধর্মীয় সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের মতো বিষয়গুলো পরিবার থেকে শিক্ষা পেতে হবে।

বক্তব্যের বিরতির ফাঁকে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় মেডেল ও সার্টিফিকেট। অনুষ্ঠানে মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশ নেয় এবিসি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, বিএএফ শাহীন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল টিউটোরিয়ালস, মাস্টারমাইন্ড স্কুল ও স্কলাসটিকা।

সকালে অনুষ্ঠান শুরুর আগে থেকেই শিক্ষার্থীরা অভিভাবকদের সঙ্গে আসতে শুরু করে। সন্তানের সাফল্যে সব অভিভাবকের চোখেমুখেই ছিল গর্বের হাসি। বাবা ও ছোট ভাইয়ের সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ থেকে পুরস্কার নিতে এসেছিল আবদুল্লাহ আবরার। ও-লেভেলের এই শিক্ষার্থী বলল, 'বাবা অনেক খুশি। রেজাল্টের পরে জানলাম আমি পুরস্কার পাচ্ছি। পরীক্ষা দেওয়ার আগে থেকেই ইচ্ছে ছিল এ অনুষ্ঠানে আসব, তাই অনেক ভালো লাগছে।'

অনুষ্ঠানে অতিথি ইন্ডিপেনডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম. ওমর রহমান, ব্র্যাক ব্যাংকের হেড অব কমিউনিকেশন জারা জেবিন মাহবুব, নটিংহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মালয়েশিয়া ক্যাম্পাসের ডিন জশোয়া ইয়েপ, এডেক্সেলের কান্ট্রি ম্যানেজার সাইদুর রহমান, আইডিপির কান্ট্রি ডিরেক্টর রবিচন্দ্রন বক্তব্য দেন।